শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শোষণমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণে বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির মাধ্যমে ঘরে ঘরে সেবা পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করে । দেশ ব্যাপী শুরু করে অনলাইন সেবা। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোরের অনলাইন সেবার যাত্রা শুরু হয়।

এ বোর্ড ২০১১ সালে ডিজিটাল পরিষেবা শুরু করে, তবে ২০১৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত নিবন্ধন ও ফরম ফিলআপের আংশিক কাজ করতে সক্ষম হয় মাত্র। প্রকৃত অনলাইন সেবা বা কার্যক্রম শুরু হয় ২০১৫ সালের এপ্রিলে। এ সময় বিদ্যালয় অনুমোদন শাখায় অনলাইন কার্যক্রম বাধ্যবাধতায় আনা হয়। আমি তখন বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে এই শাখায় ই-ফাইলিং সফটওয়্যার চালু করে সকল আবেদন অনলাইনে দাখিল, নিষ্পত্তি ও পত্র প্রেরণ বাধ্যতামূলক করি। আর কখনো তা ম্যানুয়ালে ফেরত যায়নি। পরবর্তীতে সচিব পদে যোগদান করে সকল শাখা অনলাইনের আওতায় আনি। চেয়ারম্যান পদে যোগদান করে সেবামূলক সকল চিঠি অটো জেনারেট করার ব্যবস্থা করি। এমনকি সংশোধিত সনদও অনলাইনে পাঠাই। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ সকল সিদ্ধান্ত ই-নথির মাধ্যমেই সম্পন্ন করি।

বাংলাদেশে প্রথম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে যশোর শিক্ষা বোর্ড প্রশ্নফাঁস রোধ, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি, নির্ভুল ও মানসম্মত প্রশ্নপত্র অনলাইনে সরবরাহ করে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রশ্নব্যাংক সফটওয়ার তৈরি করে বোর্ডের সকল (২৭০০) বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক, দশম শ্রেণির প্রাক-নির্বাচনি ও নির্বাচনি পরীক্ষা গ্রহণ করে আসছে।

সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে যশোর শিক্ষা বোর্ড অনলাইনে পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা, কেন্দ্র ও প্রধান পরীক্ষকদের নিকট থেকে অনলাইনে ওএমআর শিট কালেকশন সফটওয়ার, অনলাইনে **ছাত্র-ছাত্রীর অনলাইন বায়োমেট্রিক হাজিরা** সফটওয়ার ও পুরাতন ডকুমেন্ট ডিজিটালাইজ করে অনলাইনে আর্কাইভ করার সফটওয়ার তৈরির কাজ সম্পন্নের পথে।

এখানে উল্লেখ্য যে, উদ্ভাবনী ধারণাসমূহের সিংহভাগই আমার নিজস্ব। বোর্ডের শতভাগ সেবা বর্তমানে অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। ফলে কোন সেবার জন্য কাউকেই এখন বোর্ড অফিসে আসতে হয় না। ফলে কোন ধরনের হয়রানির সুযোগ নেই।

প্রফেসর ড. মোল্লা আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান

বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

- অনলাইন ক্লাশ রুম
- নাম-বয়স সংশোধন অটো চিঠি ও সনদের স্ক্যান কপি প্রেরণ
- বোর্ডের সকল ধরনের আর্থিক লেনদেন ডিজিটালাইজড করা
- ই-অফিস ম্যানেজমেন্ট
- ইনস্টিটিউট প্যানেল
- অনলাইন টিচার ইনফরমেশন
- সেন্টার ইনফরমেশন কালেকশন
- সোনালী সেবা ও সোনালী সেবা ভেরিফাই
- নিবন্ধনপত্র ও পরীক্ষার প্রবেশপত্র
- এটেনডেন্স শিট
- পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ এবং পরীক্ষকদের বিল
- স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট
- ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট
- ফলাফল আর্কাইভ
- মোবাইলে পরীক্ষার ফল প্রেরণ
- প্রশ্নপত্র ফাঁস সর্বোতভাবে বন্ধ করার জন্য অনলাইন প্রশ্নব্যাংক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে অনলাইনে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিশোধনের অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করে প্রশ্নপত্র স্বয়ংক্রিয় মেশিনে মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- সমন্বিত ভর্তি কার্যক্রমের অবশিষ্ট যারা কোথাও ভর্তি হতে পারে না ম্যানুয়েল ভর্তির জন্য অপেক্ষায় থাকে তাদের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির কার্যক্রম অনলাইনে করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- কলেজ-স্কুলের কমিটি অনুমোদন ও উহার চিঠি অটো জেনারেট
- স্বীকৃতি নবায়ন ও উহার চিঠি অটো জেনারেট
- দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ই-টিসি
- অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংশোধন (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)
- অনলাইন ভর্তি বাতিল (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)
- অনলাইন বিল পেমেন্ট ফর সেটার এন্ড মডারেটর

বাস্তবায়নাধীন

- OMR শিট সমূহ কেন্দ্র সচিব ও প্রধান পরীক্ষকদের নিকট থেকে স্ক্যান করে অনলাইনে তার ইমেজ সংগ্রহ করা ও তাদিয়ে রেজাল্ট তৈরি করা
- ডকুমেন্ট অনলাইন আর্কাইভ করে সেবা সহজ করা
- অনলাইন স্টুডেন্ট প্রোফাইল তৈরি করে শিক্ষার্থীর সকল অর্জনসহ পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত আপলোড করা

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- বোর্ডের পরীক্ষা পদ্ধতি অনলাইন পদ্ধতিতে চালু করা
- বোর্ড পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন অনলাইন পদ্ধতিতে চালু করা

১. অনলাইন ক্লাস রুম

ভূমিকা

কভিড-১৯ এর কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ায় ডিজিটাল ডিভাইস ও ইন্টারনেট এর সহায়তায় ঘরে বসে পাঠগ্রহণ পদ্ধতি হচ্ছে অনলাইন ক্লাস রুম ।

সেবার পরিচিতি

যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইন ক্লাস রুম বাটনটি ক্লিক করে একজন শিক্ষক তাঁর ভিডিও নির্দিষ্ট টাইটেল, বিষয়কোড, অধ্যায়সহ উল্লেখ করে ৪০-৫০ মিনিটের একটি লেকচার আপলোড করছেন। পরবতীতে তিনি তাঁর ধারাবাহিকতা রেখে পুনঃপুনঃ ভিডিও আপলোড করতে পারবেন। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা সনামধন্য শিক্ষকদের ক্লাসটি বারবার বাসায় বসে দেখতে পারছে।

বাস্তবায়নের কারণ

- করোনা মহামারির কারণে সারাদেশে স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।
- শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অনিশ্চয়তায় নিপতিত হয়।
- ছাত্র-শিক্ষকের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
- স্ট্রিম ইয়ার্ডের মাধ্যমে চেয়ারম্যান-এর পরিচালনায় একজন শিক্ষকের সাথে একাধিক ছাত্রদেরকে অনলাইনে যুক্ত করে ক্লাস পরিচালনা করা হয় এবং তা সংরক্ষণ করা হয়।

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

- ভিডিও ক্লাসের ব্যবস্থা
- শ্রেণিকক্ষে না এসে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে
- শ্রেণিকক্ষকে স্টুডেন্টের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে
- পাঠদানকে আকর্ষণীয় করা হয়েছে।
- মহামারির ভেতরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যেভাবে পাঠদান অব্যাহত রেখেছে সে প্রক্রিয়ায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এবং আন্তর্জাতিক মান ধরে রাখা।

বর্তমান অনলাইন ক্লাসরুমে প্রায় ১৮০০০ ভিডিও ক্লাস আপলোড করা আছে। প্রতিদিনই এর সংখ্যা আশানরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. নাম-বয়স সংশোধন

ভুমিকা

বোর্ডে সেবা গ্রহিতাদের সর্বাধিক আগমন ঘটে এই সেবাটি পেতে। তাই বোর্ড অত্যন্ত সুন্দরভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ঘরে বসেই নাম ও বয়স সংশোধনের আবেদন করতে পারে এবং সংশোধিত সনদ ডাউনলোড করতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

সেবার পরিচিতি

২০১৫ সালে সচিব পদে যোগদান করে বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোল্লা আমীর হোসেন এটি উদ্ভাবন করেন। পরে এটি মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে ইনোভেশন সভায় শোকেসিং করা হয় ও সকল বোর্ডে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখন থেকে সকল বোর্ডে সেবাটি চালু করে।

যশোর বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে হোম পেইজের বাম পার্শ্বে নাম ও বয়স সংশোধন বাটনে ক্লিক করে ছাত্র-ছাত্রী ঘরে বসেই আবেদন করতে পারছে। সোনালী সেবার মাধ্যমে বোর্ডকে ফিস প্রদান করতে পারছে। পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে সব মূল ডকুমেন্ট যে গুলো যাচাই পূর্বক আবেদন নিষ্পন্ন হবে সেগুলো স্ক্যান করে অনলাইনে আবেদনের সহিত যুক্ত করতে হয়। ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সেবাটি নিষ্পন্ন হয়ে একাডেমিক শাখার মাধ্যমে চিঠি অনলাইনে প্রদর্শিত হয় এবং প্রমাণপত্র শাখার মাধ্যমে সংশোধিত ডাটাসহ ডকুমেন্টটির ইমেজ অনলাইনে আপলোড করে দেয়া হয় যাতে স্টুডেন্টরা ঘরে বসে সংশোধন দেখতে পায় এবং ডাউনলোড করতে পারে। তবে যাদেরটা মিটিং এ যায় তাদের পূর্বের ন্যায় সরাসরি অভিভাবকসহ বোর্ডে সাক্ষাতকার দিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণাদি দাখিল করে পরবর্তীতে অনলাইনেই ফাইলটি নিষ্পন্ন করা হয়।

বাস্তবায়নের কারণ

পূর্বে প্রচুর ভিজিট প্রয়োজন হতো

প্রথমে বোর্ডে এসে ফরম সংগ্রহ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে যেতে হতো সেখান থেকে আবেদন ফরমটি প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক সত্যায়ন পূর্বক একটি প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করা লাগতো,

ব্যাংকে গিয়ে ব্যাংক ড্রাফট্ সংগ্রহ করতে হতো

প্রয়োজনীয় প্রামানিক কাগজপত্র, এফিডেভিট, জিডি কপি, পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদিসহ পুনরায় বোর্ডে এসে আবেদন দাখিল

দাপ্তরিক কাজের অগ্রগতি জানতে বিভিন্ন সময় বোর্ডে আগমন ও তদবির

মিটিং এ যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলে অভিভাবকসহ সাক্ষাতের জন্য পুনরায় বোর্ডে আগমন

অনুমোদনের পর পত্র ও পুরাতন সদন নিযে আবার আসতে হতো, তা সংশোধন করে ফ্রেস সনদ নিতেও একাধিকবার আসতে হতো, এসব ক্ষেত্রে প্রচুর হয়রানির স্বীকার হতে হতো।

চূড়ান্তভাবে সেবাটি পেতে ৩০-৪৫ দিন সময় লেগে যেত এবং একাধিক ভিজিট প্রয়োজন হতো এতে সময়ের অপচয় ও আর্থিক ক্ষতি হতো।

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

শিক্ষার্থী অনলাইনে ঘরে বসে আবেদন করে। বোর্ডে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা অনুমোদিত আবেদন অনুযায়ী তার সকল ডকুমেন্ট সংশোধন করে ফ্রেস সনদ ইস্যু করে। এরপর তা স্ক্যান করে অনলাইনে প্রেরণ করা হয়। তা প্রিন্ট করেই সেবা গ্রহণকারী তাঁর প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয়।

অর্থাৎ স্বল্প সময়ে স্বল্প খরচে বিনা ভিজিটে ঘরে বসে সংশোধিত সনদ প্রাপ্তি

৩. মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরীক্ষক এবং প্রধান পরীক্ষকগণের বিল প্রদান

ভূমিকা

এই সেবাটি চালু হওয়ার মাধ্যমে পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগণ সহজেই ঘরে বসে বিল পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন।

সেবার পরিচিতি

যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের ডাটাবেজ (Online Teacher Profile) থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্রেডিং করে তালিকা প্রস্তুত হয়। এই তালিকা হতে জেলা কোটা অনুযায়ী পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ করা হয়। পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগণ নিয়োগপত্র অনলাইনে পেয়ে থাকেন এবং এসএমএস নোটিফিকেশন পান। প্রধান পরীক্ষকের অধীনে যে সকল পরীক্ষককে বোর্ড থেকে মনোনয়ন দেয়া হয় তাঁর তালিকা অনলাইনে প্রকাশ করা হয়। প্রধান পরীক্ষকগণের অধীনস্ত পরীক্ষকের বিল ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের রিপোর্ট অনলাইনে প্রেরণ করে থাকেন। পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেম এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া বোর্ড কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের এসএমএস এর মাধ্যমে বিল প্রেরণের সংবাদ পৌঁছে দেন এবং শিক্ষক তা অবহিত হয়ে এটিএমবুথ হতে কোন প্রকার কর্তন ছাড়া টাকা উত্তোলন করতে পারেন।

বাস্তবায়নের কারণ

বারবার বোর্ডে আসতে হতো
এতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হতো,
তদবির প্রয়োজন হতো এবং হয়রানির স্বীকার হতো এতে তাঁর খরচ ও সময়ের অপচয় হতো
পূর্বে বিল পেতে ৮ থেকে ১০ মাস সময় লেগে যেত
দুঃচিন্তার কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হতো

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

অনলাইনে বিল দাখিল করে একমাসের মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে টাকা প্রাপ্তি
ভিজিট, সময়ের এবং খরচের অপচয় রোধ করা গেছে।
শিক্ষকদের কর্মঘন্টার অপচয় রোধ করা গেছে।
যার বিল সে গ্রহণ করছে।

৪. ই-অফিস ম্যানেজমেন্ট (ই-ফাইলিং)

ভমিকা

ই-গর্ভানেন্স তথা ই-ফাইলিং একটি সর্বাধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা যার সাহায্যে জনগণের দোর গোড়ায় খুব কম খরচে, কম সময়ে আবেদন গ্রহণ করে সেটি নিষ্পন্ন করে সেবা প্রদান করা যাচ্ছে।

সেবার বিবরণী

ক) যশোর শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে বোর্ডের সকল প্রশাসনিক কাজের সেবা প্রদানের জন্য ডাইনামিক ই-ফাইলিং সফটওয়ার তৈরি করা হয়েছে।

খ) প্রতিষ্ঠান প্রধান অনলাইনে সেবাভিত্তিক ডকুমেন্ট সংযুক্তিসহ আবেদন আপলোড করে থাকেন। বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্তি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানের আবেদন সফটওয়ার গ্রহণ করেনা ।

গ) প্রতিষ্ঠান প্রধানের আবেদন আপলোড হলেই অটোমেটিক বোর্ড নির্ধারিত ফিসের স্লিপ প্রিন্ট করে ব্যাংকে জমা প্রদানের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

ঘ) অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনগুলো অনলাইনে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে উত্থপিত হয়। চুড়ান্ত নিষ্পত্তিকারীর অনুমোদন হওয়া মাত্রই অটোমেটিক পদ্ধতিতে কর্মকর্তার স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারক নম্বরসহ পত্র তৈরি হয় এবং সেবা গ্রহনকারীর প্যানেলে পত্রের কপি ও মোবাইলে এসএমএস নোটিফিকেশন পেয়ে থাকেন।

ঙ) আবেদন নিষ্পত্তিকারীদের নিকট আবেদন বিলম্বিত হলে উদ্ধর্তন কর্মকর্তার নিকট এসএমএস নোটিফিকেশন যায়। নির্ধারিত সময় পরে আবেদন পরবর্তী নিষ্পন্নকারীর নিকট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নথিটি উপস্থাপিত হয়।

পূর্ববর্তী সেবার পদ্ধতি

শিক্ষা বোর্ডে এসে আবেদন জমা দিতে হতো। ফাইলে উত্থাপনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে অনুমোদন পত্র ইস্যু করা হতো। বোর্ডের ফিস ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে গ্রহণ করা হতো।

পূর্ববর্তী সেবার সমস্যাসমূহ

- সেবার আবেদন খুজেঁ পেতে ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা জটিল
- বোর্ডে এসে আবেদন জমা দিতে হতো
- প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট খুঁজে পাওয়া যেতোনা। সংযুক্তি ডকুমেন্ট হারিয়ে যাবার অভিযোগ ছিলো
- ব্যবহৃত ব্যাংক ড্রাফট একাধিকবার ব্যবহারের সুযোগ ছিল
- নথির গতিবিধি তদারকি প্রক্রিয়া জটিল ছিল
- সেবা গ্রহীতাকে নথির আপডেট জানতে অনেকবার বোর্ডে আসতে হতো ও প্রতিবার হয়রানির স্বীকার হবার আশংকা থাকতো।

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

- একই ধরনের ডকুমেন্ট বারবার জমা দেয়ার প্রয়োজন হয় না
- অনলাইনে তথ্য সংরক্ষণ থাকে বিধায় হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে না
- এবোর্ডের অনুমোদিত সকল প্রতিষ্ঠান এসফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করেন ও সেবা পেয়ে থাকেন
- বারবার বোর্ডে আসতে হচ্ছেনা ফলে যাতায়াতের সময় ও ব্যয় সাশ্রয় হচ্ছে
- দুর্নীতির সুযোগ নেই বললেই চলে
- ভুল তথ্য প্রদানের সুযোগ কমে যায়

৫. স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

ভূমিকা

অনলাইনে ছাত্র-ছাত্রী তথ্য আপলোড, নিবন্ধন, পরীক্ষার্থী নির্বাচন (ফরম ফিলআপ),ছাত্র-ছাত্রী বদলী / ছাড়পত্র ও ভর্তি বাতিল।

পূর্ববর্তী সেবার পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠান প্রধান বোর্ড থেকে প্রদত্ত SIF পূরণ করে বোর্ডে জমা প্রদান করতেন। বোর্ড থেকে ঢাকাস্থ কম্পিউটার কেন্দ্রে স্ক্যান করার লক্ষ্যে প্রেরণ করা হতো। ঢাকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করে সংশোধনের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট সরবরাহ করা হতো। সংশোধিত ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা ঢাকাস্থ কম্পিউটার কেন্দ্রে আপডেটের জন্য প্রেরণ করা হতো। একই প্রক্রিয়ায় ফরম ফিলআপ কার্যক্রম সম্পন্ন হতো।

শিক্ষা বোর্ড থেকে নির্ধারিত আবেদন ফরম (হার্ডকপি) সংগ্রহ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সুপারিশ নিয়ে আবেদন বোর্ডে এসে জমা দিতে হত। ফাইলে উত্থাপনের মাধ্যমে নিস্পত্তি করে অনুমোদন পত্র ইস্যু করা হতো। বোর্ডের ফিস ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে গ্রহণ করা হতো।

পূর্ববর্তী সেবার সমস্যাসমূহ

- ○ বোর্ডে এসে আবেদন জমাদিতে হতো
- ○ ব্যাংক ড্রাফট একাধি কবার ব্যবহারের সুযোগ ছিল
- ○ নথির গতিবিধি তদারকি প্রক্রিয়া জটিল
- ○ সেবা গ্রহিতাকে নথির আপডেট জানতে বারবার বোর্ডে আসতে হতো

বর্তমান সেবার পরিচিতি

প্রতিষ্ঠান প্রধান ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীর ছবিসহ তথ্য আপলোড করেন Student Management Panel-এ সকল ছাত্র-ছাত্রীর স্বয়ংক্রিয় ভাবে আইডি প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠান প্রধান এআইডি ব্যবহার করেই বিষয় নির্বাচন অভান্তরিন পরীক্ষার ফল প্রকাশের মাধ্যমে পরবর্তী শ্রেণিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উর্ণীত করে থাকেন। এআইডি ব্যবহার করেই প্রতিষ্ঠান প্রধান অনলাইনে ছাত্র-ছাত্রী,নিবন্ধন, পরীক্ষার্থী নির্বাচন (ফরম ফিলআপ), ছাত্র-ছাত্রীবদলী/ছাড়পত্র ও ভর্তি বাতিলের কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন।

সেবার সুবিধাসমূহ

- বোর্ডে না এসেই সেবাগ্রহীতা অনলাইনে ছাত্র-ছাত্রী তথ্য আপলোড, নিবন্ধন পরীক্ষার্থী নির্বাচন (ফরম ফিলআপ), ছাত্র-ছাত্রীবদলী/ছাড়পত্র ও ভর্তি বাতিল কাজ সম্পন্ন করতে পারেন
- ই-ফাইলে নিস্পত্তি হওয়ায় পেপারলেস অফিসে রূপান্তরে দিকে আরও এক ধাপ এগিয়েছে যশোর শিক্ষা বোর্ড
- বারবার বোর্ডে আসতে হচ্ছেনা ফলে যাতায়াতের সময় ও খরচ সাশ্রয় হচ্ছে
- দুর্নীতি প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে

৬. অনলাইন ক্লাস টেস্ট

পটভূমি

পাঠ্যবইবুঝে-বুঝে পাঠের পর পড়ুয়া নিজেকে নিজেই যাচাই করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। পাঠের ফাঁকে ফাঁকে চোখ বন্ধ করে নিজেকে প্রশ্ন করে উত্তর মিলিয়ে নেয় নিজের মনের চোখে। এভাবে ধীরে ধীরে অধ্যায়ের পর অধ্যায় পার করতে করতে নিজের বাহিরের কারো প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যম সক্ষমতা- দক্ষতা যাচাই করতে উৎসুক হয়ে ওঠে পড়ুয়ারা।

অনেক সময় মা-বাবা, গৃহ শিক্ষকের করা প্রশ্ন মন মতো না হওয়ায় খুঁজতে থাকে ঘরের বাইরে কোথাও বা কারো কাছে। উৎসুকএ পড়ুয়াদের নিকট থেকে বিশেষ সুবিধা নেয়ার জন্য এক শ্রেণির অসাধু গাইড ব্যাবসায়ী ক্লাস টেস্টের নামে গড়ে তুলেছেঅনলাইনে পরীক্ষা বাণিজ্য। শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ক্লাস টেস্টের নামে ভুলেভরা গাইডের প্রশ্নে পরীক্ষা দিতে দিতে ঝুঁকে পড়েছে গাইডের দিকে ।

সুশিক্ষায় এর নেতিবাচক প্রভাব যশোর শিক্ষাবোর্ড উপলব্ধি করে ই-ক্লাস টেস্ট সফটওয়্যার তৈরী করে বাস্তবায়ন শুরু করে। অভিজ্ঞতার আলোকে ই-ক্লাস টেস্ট সফটওয়্যারটি আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

শিক্ষকগণ অধ্যায় ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বোর্ড কৃর্তক নির্ধারিত সংখ্যক এমসিকিউ এবং সৃজনশীল প্রশ্ন আপলোড করে থাকেন।

- বোর্ড কৃর্তক অনুমোদিত শিক্ষকগন অনলাইনে প্রশ্ন মডারেশন করে থাকেন ।
- শিক্ষার্থীরা বোর্ড থেকে প্রদত্ত ID ও Password এর মাধ্যমে Login করে অনলাইনে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পায় ।
- এমসিকিউ প্রশ্নের পরীক্ষা শেষ হবার সাথে সাথে স্বংক্রিয়ভাবে মূল্যায়ণ ও ফল প্রকাশ হয় ।

সেবার সুবিধাসমূহ

- অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়নে প্রযুক্তির ব্যবহার প্রসারিত হয়েছে
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পাঠ্যবইমূখী হবে
- পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক নির্ভুল ও মানসম্মত প্রশ্নে শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ক্লাস টেস্ট দিতে পেরে গাইড ও কোচিং বিমুখ হবে
- বছরের সুবিধাজনক সময়ে অধ্যায়ভিত্তিক একটি একটি করে প্রশ্ন আপলোড করে শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে দক্ষতা অর্জন করবে
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আইসিটি তে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে

৭. অনলাইন প্রশ্নব্যাংক

ভূমিকা

প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধ, নির্ভুল ও মানসম্মত প্রশ্নপত্র-প্রণয়ন, গাইড বই ও কোচিং-নির্ভরতা বন্ধ করতে/কমাতে যশোর শিক্ষাবোর্ডের উদ্ভাবন **অনলাইন প্রশ্নব্যাংক ।**

যাত্রা শুরুর পটভূমি

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের শুরু থেকেই যশোর শিক্ষা বোর্ড আইসিটি ব্যবহার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে বোর্ডের সকল প্রশাসনিক কার্যক্রমের সেবা অনলাইনে প্রদান শুরু করে। এরপর তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধ, নির্ভুল ও মানসম্মত সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন, মডারেশন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনলাইনে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে পরীক্ষা গ্রহণ করা যায় সেলক্ষ্যে খসড়া আইডিয়া উপস্থাপন করে। পরীক্ষামূলকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যশোর শিক্ষাবোর্ডকে একটি সফটওয়ার তৈরি ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা (প্রাক-নির্বাচনি, নির্বাচনি, অর্ধ-বার্ষিক,বার্ষিক) গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করে।

এর আলোকে প্রশ্নব্যাংক সফটওয়ার তৈরি করে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের মতামত গ্রহণ করে ২০১৬ সালে সফটওয়ারটি চূড়ান্ত করা হয়। প্রশ্নব্যাংকের মাধ্যমে অনলাইনে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১৬ সালে ১৬১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৪টি বিষয়ে প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষা সফলভাবে গ্রহণ করা হয়।

এরপর ২০১৭ ও ২০১৮ সালে এ বোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণির সকল বিষয়ে, নবম ও দশম শ্রেণির ১৭টি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

বর্তমানে যশোর শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত ২৭১৫টি (সকল) নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ৫টি বিষয়, অষ্টম শ্রেণির সকল বিষয়ের অর্ধ-বার্ষিক ও নবম শ্রেণির ১৯টি বিষয়ের অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা, এসএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রাক-নির্বাচনি ও নির্বাচনি পরীক্ষা প্রশ্নব্যাংকের মাধ্যমে অনলাইনে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ সমূহ

দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ যশোর শিক্ষা বোর্ড সফলভাবে প্রশ্নব্যাংকের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করার পরও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার বা প্রণোদনার অভাব।
কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণের উন্নত প্রশিক্ষণ না থাকা
সকল বোর্ডে প্রশ্নব্যাংক চালুর উদ্যোগ গ্রহণ না করা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রিন্টার স্বল্পতা
শিক্ষক কর্তৃক প্রশ্নব্যাংকে প্রশ্ন আপলোড নিয়মিত রাখা।

গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ

- এ বোর্ডের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধানশিক্ষক ও ১ জন সহকারী শিক্ষককে অনলাইনে প্রশ্নব্যাংকে প্রশ্নপত্র আপলোড, মডারেশন ও ডাউনলোডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।
- খুলনা বিভাগের সকল জেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- যশোর শিক্ষাবোর্ডের অধীন বেডু কর্তৃক প্রশিক্ষিত সকল বিষয়ের সকল মাস্টার ট্রেইনারদের প্রশ্নব্যাংকে অনলাইনে প্রশ্ন আপলোড, মডারেশন ও ডাউনলোডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা,বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের(বুয়েট) শিক্ষকড.মোহাম্মদ কায়কোবাদ,বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠানপ্রধান, প্রশ্নপত্র আপলোড ও মডারেশনকারী শিক্ষকগণ ও শিক্ষাবিদগণের সমন্বয়ে সেমিনার করা হয়েছে।
- দক্ষ শিক্ষকগণের অংশগ্রহণে শ্রেণিভিত্তিক ও পরীক্ষাভিত্তিক সিলেবাস বিভাজনের লক্ষ্যে একাধিক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে ।
- নির্ভুল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের শুদ্ধ বানান-লিখন ও সম্পাদনার কলাকৌশলের ওপর ৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং অব্যাহত থাকবে।
- মানসম্মত প্রশ্ন আপলোকারী শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সম্মাননা হিসেবে সনদ ও প্রণোদনামূলক বিশেষ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটের (BEDU) বিশেষজ্ঞগণের সাথে একাধিক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।
- পরীক্ষা চলার সময়ে প্রশ্ন আপলোডকারী, মডারেটর, প্রতিষ্ঠানপ্রধানগণ ও বোর্ডের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে পরীক্ষার্থী, শ্রেণিশিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বর্ণিত কর্মশালা/সেমিনার ও মতবিনিময় সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের আলোকে প্রশ্নব্যাংক সফটওয়ারটি আপডেট করা হয়েছে।

এ উদ্যোগে যা যা কল্যাণ বয়ে এনেছে

২০১০ সাল থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হলেও প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষিত শিক্ষক না থাকায় গাইড থেকে প্রশ্নপত্র-প্রণয়ন বা গাইড ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য বা সমিতি কর্তৃক নিম্নমানের প্রশ্নপত্র-প্রণয়ন করে পরীক্ষা গ্রহণের ফলে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তনদক্ষতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা-সংশ্লিষ্টদের মধ্যে হতাশা বিদ্যমান।

প্রশ্নব্যাংক সফটওয়ারটি সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির কাঠামো মেনেই তৈরি করা হয়েছে বিধায় শিক্ষক প্রশ্ন আপলোড করতে গেলেই ধাপেধাপে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রতিটি স্তর মেনেই আপলোড সম্পন্ন করতে হয় । যেকারণে আপলোডকৃত প্রশ্নটি মানসম্মত হবে—সাথেসাথে শিক্ষকেরও সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ হয়ে যাচ্ছে। অনলাইনে প্রশ্নপত্র আপলোডের ফলে আপলোডকারী শিক্ষক আইসিটিতেও দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যশোর বোর্ডের অধীনে কর্মরত সকল শিক্ষক প্রশ্ন আপলোডের সুবিধা পাচ্ছেন। এপর্যন্ত অনলাইনে শিক্ষক কর্তৃক ১৫০০ সেট রচনামূলক ও ১২০০ সেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র ও ৫০০০০ এর অধিকএকক (Single) প্রশ্ন আপলোড সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশ্নব্যাংকের প্রশ্নপত্রে সাজেশন বা গাইড বই থেকে কোনো প্রশ্ন আসে না বিধায় শ্রেণিশিক্ষক এনসিটিবি কর্তৃক প্রদত্ত পাঠ্যপুস্তক পাঠদানে বাধ্য হচ্ছেন ।

বোর্ড প্রদত্ত মানসম্মত প্রশ্নে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা দেয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রশ্নভীতি ও পাবলিক পরীক্ষা ভীতি দূর হচ্ছে।

পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক নির্ভুল ও মানসম্মত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে পারায় ছাত্রছাত্রী গাইড বই বা কোচিং বা সাজেশনবিমুখ হয়ে পাঠ্যপুস্তক পাঠে মনোযোগী হয়েছে।

২৭১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানপ্রধান, কর্মরত প্রায় ৪৭,০০০ শ্রেণিশিক্ষক ও যশোর বোর্ডের অধীন ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত প্রায় ১০ লক্ষ শিক্ষার্থীর জীবনমানে পরিবর্তন এসেছে।

ভবিষ্যতে দেশের পাবলিক পরীক্ষা বা ভর্তি বা চাকরি পরীক্ষা গ্রহণে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখবে।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া বা অনুভূতি

- যশোর বোর্ডের অধীনে এলাকার কর্মরত মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল প্রধানশিক্ষক নিজে প্রশ্নপত্র ডাউনলোড করে পরীক্ষা গ্রহণকরার সক্ষমতা অর্জন করেছেন।
- পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক নির্ভুল ও মানসম্মত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করতে পেরে গাইড ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন।
- বছরের সুবিধাজনক সময়ে একটি একটি করে প্রশ্ন আপলোড করে সংরক্ষণ করা যায়। সে জন্য বেশ সময় নিয়ে প্রশ্ন করা যায় এবং প্রশ্নের মান ভালো হয়।
- পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দিন স্বল্প সময় পূর্বে(বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দিন সকালে ৩০-৬০ মিনিট) বোর্ড থেকে প্রশ্নপত্র প্রশ্নব্যাংকে আপলোড করলে প্রতিষ্ঠানপ্রধান ডাউনলোড করে থাকেন । সুতরাং প্রশ্নফাঁসের সম্ভাবনা থাকে না।
- শ্রেণিশিক্ষকের সাজেশন থেকে প্রশ্ন না থাকায় শিক্ষার্থীরা শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জিম্মি থাকার কোনো সম্ভাবনা থাকেনা বা প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হয়না।
- বোর্ডের নামাঙ্কিত প্রশ্নপত্র বিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বল্প খরচে ভালোমানের কাগজে প্রিন্টকৃত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার্থীরা খুব খুশি।
- প্রশ্নব্যাংকে অনলাইনে প্রশ্ন আপলোড ও মডারেশন করলে শিক্ষককে সম্মানি দেওয়া হয় ।

টিভিসি/গ্রাফ/ছবি

ইনোভেশন কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ওকর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন

১	২	৩	৪	৫			৬	৭	৮
আইডিয়ার শিরোনাম	**সেবা গ্রহীতা**	**সমস্যা**	**সমাধান**	**প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)**			**প্রত্যাশিত ব্যয় (টাকা)**	**রিসোর্স প্রাপ্তি**	**মন্তব্য**
				আগে	**পরে**	**পরিবর্তন**			
প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধ, নির্ভুল ও মানসম্মত প্রশ্নপত্র-প্রণয়ন, গাইড বই ও কোচিং-নির্ভরতা বন্ধ করতে/কমাতে যশোর শিক্ষাবোর্ডের উদ্ভাবন **অনলাইন প্রশ্নব্যাংক**	যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী, সকল শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রধান	সাজেশনের নামে প্রশ্ন ফাঁস, যে স্যার প্রশ্ন তৈরী করবেন প্রধান শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্ব থেকে অবগত থাকেন ফলে নিদ্দিষ্ট শিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়ার ইচ্ছে পোষন, প্রাইভেট স্যারের নিকট হতে খাতা কাটার সময় বেশি নম্বর প্রাপ্তির ইচ্ছা, প্রাইভেট না পড়লে সাজেশন কমন না পড়া, বিদ্যালয়ে ফলাফল খারাপ করা, সমিতির নিম্ন মানের প্রশ্ন ক্রয়, সমিতির কমিশন বাণিজ্য, গাইড নির্ভর প্রশ্ন,শিক্ষকদের শ্রেণি কক্ষে পাঠদানের চেয়ে কোচিং কিংবা প্রাইভেট পড়াতে আগ্রহ বেশি ইত্যাদি।	অনলাইনে নিজ প্রতিষ্ঠানে বসেই মাত্র ১ মিনিটে প্রশ্নব্যাংক হতে প্রতষ্ঠানপ্রধান প্রশ্নপত্র ডাউনলোড করতে পারনেএবং পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে নিজ উদ্যোগে অথবা কেন্দ্র স্কুলের সহায়তায় প্রশ্নপত্র ছাপানোর কাজ সম্মন্ন করতে পারবেন।	সময় (T) : ১৫ দিন খরচ (C) : ২৫০০/- যাতায়াত (V) : ০৪ বার	সময় (T) : ০১ দিন খরচ(C) : ১০০০/- যাতায়াত (V) : ০০ বার	সময় (T) : ১৪ দিন (কমব) খরচ (C) :১৫০০/- (কমব) যাতায়াত (V) : ০৪ বার (কমব)	ছাত্র কর্তৃক মাথা পিছু ১০/- বোর্ড ফি মাত্র	নিজস্ব তহবিল	সেবাটি চালু রয়েছে

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড- ২০১৭ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যশোর শিক্ষা বোর্ডের সার্বিক ডিজিটাল কার্যক্রম উপস্থাপন করেন তৎকালীন সচিব ড. মোল্লা আমীর হোসেন

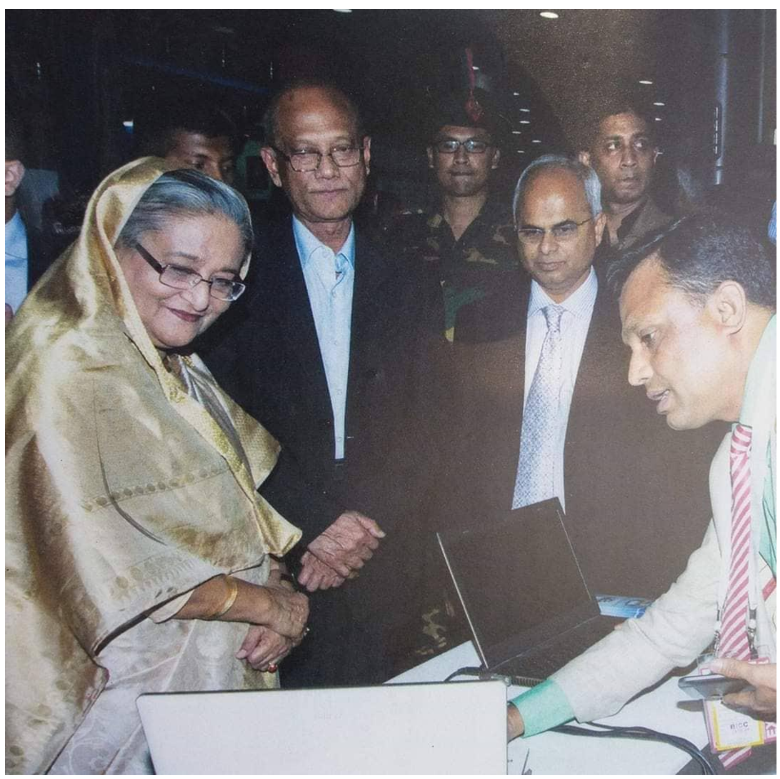

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র,ঢাকায় অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড- ২০১৬ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যশোর শিক্ষা বোর্ডের প্রশ্নব্যাংক সফটওয়্যারের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন।

বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টার, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৭ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় যশোর বোর্ডের প্রশ্নব্যাংকের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন।

সাতক্ষিরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রশ্নব্যাংকে প্রশ্ন আপলোড, প্রশ্ন সংগ্রহ ও পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক্সেস টু ইনফরমেশন কর্মকর্তাগণের সাথে যশোর শিক্ষা বোর্ডে কর্মকর্তাগণের মতবিনিময়

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ যশোর শিক্ষা বোর্ডের প্রশ্নব্যাংকের প্রশ্নের উপর মত বিনিময় করছেন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী (সাবেক), শিক্ষাবিদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ ও বেডুর বিশেষজ্ঞগণের অংশগ্রহনে কক্সবাজারে পরীক্ষা সংস্কারের উপর কর্মশালায় ও প্রশ্নব্যাংকের উপর পর্যালোচনায় অংশগ্রহণকারী দল

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৭ এ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় অতিরিক্ত সচিব যশোর বোর্ডের প্রশ্নব্যাংকে অনলাইনে পরীক্ষায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরষ্কার প্রদান করছেন।

একনজরে অনলাইন প্রশ্নব্যাংক

ক) অনলাইন প্রশ্নব্যাংকেরমাধ্যমেপ্রশ্নপত্র সরবরাহ করে বোর্ডের আওতাধীন সকল নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকবিদ্যালয়েরষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবমশ্রেণিরঅর্ধ-বার্ষিকওবার্ষিক এবং দশমশ্রেণির প্রাক-নির্বাচনী ও নির্বাচনীপরীক্ষাগ্রহণ।

খ) যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কর্মরত সকল বিষয় শিক্ষককের মাধ্যমে অনলাইনে সৃজনশীল (রচনামূলক ও বহুনির্বাচিনী)প্রশ্ন আপলোড প্যানেল তৈরি। এ প্যানেলের মাধ্যমেশিক্ষকবৃন্দ পরীক্ষাভিত্তিক প্রশ্ন আপলোড করে থাকেন।

গ) বিষয় শিক্ষককের মাধ্যমে আপলোডকৃত প্রতিটি প্রশ্ন একাধিক মডারেটরগণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেয়ে অনলাইনে মডারেশন করে থাকেন। বোর্ড থেকে অনলাইনে মনোনীত মডারেটরগণ অনলাইনে পরীক্ষাভিত্তিক প্রশ্নপত্র মডারেশন করে থাকেন। প্রতিটি প্রশ্নপত্র কমপক্ষে ২ জন মডারেটরের মাধ্যমে মডারেশন নিশ্চিত হলেই প্রশ্নপত্র প্রশ্নব্যাংকে জমা হয়।

ঘ) মডারেশনকৃত প্রশ্নপত্রঅধিকতর মানসম্মত করার লক্ষ্যে অনলাইন যৌথ মডারেশন প্যানেল তৈরি করা হয়েছে। ৩/৪ জন মডারেটর অনলাইনে একসাথে বসে চুড়ান্ত মডারেশন করে থাকেন।

ঙ) প্রতিষ্ঠান প্রধান অনলাইনে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ডাউনলোড করে পরীক্ষা গ্রহন করে থাকেন। এজন্য ডাউনলোড প্যানেল তৈরি করা হয়েছে।

বাস্তবায়নের কারণ

- প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ
- শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন
- মানসম্মত সৃজনশলি প্রশ্ন প্রণয়ন
- সৃজনশীল পদ্ধতির সাথে বাধ্যতামূলক পরিচিতি
- সমিতির নিম্নমানের প্রশ্ন
- কোচিং সেন্টার ও গাইড বই নির্ভরতা কমবে।
- ভবিষ্যতে দেশের পাবলিক পরীক্ষা বা ভর্তি বা চাকরি পরীক্ষা গ্রহণ সুদূর প্রসারী অবদান রাখবে।

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

- যশোর বোর্ডের অধীনে এলাকার কর্মরত মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল প্রধান শিক্ষক নিজে প্রশ্নপত্র ডাউনলোড করে পরীক্ষা গ্রহণ করার সক্ষমতা অর্জন করেছেন।
- পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিক নির্ভুল ও মানসম্মত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করতে পেরে গাইড ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন।
- বছরের সুবিধা জনক সময়ে একটি-একটি করে প্রশ্ন আপলোড করে সংরক্ষণ করা যায়। সেজন্য বেশ সময় নিয়ে প্রশ্ন করা যায় এবং প্রশ্নের মান ভালো হয়।
- পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দিন স্বল্প সময় পূর্বে (বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দিন সকালে ৩০-৬০ মিনিট) বোর্ড থেকে প্রশ্নপত্র প্রশ্ন ব্যাংকে আপলোড করলে প্রতিষ্ঠান প্রধান ডাউনলোড করে থাকেন। সুতরাং, প্রশ্ন ফাঁসের সম্ভাবনা থাকে না।
- শ্রেণি শিক্ষকের সাজেশন থেকে প্রশ্ন না থাকায় শিক্ষার্থীরা শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জিম্মি থাকার কোনো সম্ভাবনা থাকে না বা প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হয় না।
- বোর্ডের নামাঙ্কিত প্রশ্নপত্র বিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বল্পখরচে ভালো মানের কাগজে প্রিন্টকৃত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার্থী রাখুব খুশি।
- প্রশ্ন ব্যাংকে অনলাইনে প্রশ্ন আপলোড ও মডারেশন করলে শিক্ষককে সম্মানি দেওয়া হয়।

৮. পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ

পূর্ববর্তী সেবার পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষা বোর্ডে এসে শিক্ষকদের তথ্য/আবেদন জমা দিতেন। বোর্ডে ডাটা এন্ট্রি করে শিক্ষকদের তথ্য হার্ড কপিতে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়া করে পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগপত্র ডাকযোগে পাঠানো হতো। উত্তরপত্র বিতরণ ম্যানুয়ালি করা হতো।

পূর্ববর্তী সেবার সমস্যাসমূহ

- বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকদের ডাটা ব্যবস্থাপনা জটিল
- পরীক্ষক নিয়োগ ম্যানুয়ালি হওয়ায় দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব হতো না
- প্রধান পরীক্ষক নির্বাচনে বিষয়, উপজেলা, জেলা ভিত্তিক নিয়োগ প্রদান প্রক্রিয়া জটিল
- উত্তরপত্র ব্যবস্থাপনা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ
- কর্মকর্তাদের পক্ষে তদারকি করা ঝামেলাপূর্ণ

উদ্দেশ্য

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোরের অধীনে বছরে তিনটি পাবলিক পরীক্ষার (জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি) প্রায় পাঁচ লক্ষ পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়ণের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষিত মাস্টার ট্রেইনারদের মধ্য থেকে পরীক্ষক, প্রধানপরীক্ষক ও নিরীক্ষক নিয়োগ করা।
- বিষয় ভিত্তিক উত্তরপত্র পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকদের মধ্যে ওয়ান ষ্টপ পদ্ধতিতে বিতরণ করা
- তুলনামূলক ভাবে কাছাকাছি প্রধান পরীক্ষক নির্বাচন করা
- প্রধান পরীক্ষক তার অধীনস্ত পরীক্ষকদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনলাইনে প্রেরণ করা

সেবার পরিচিতি

যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের Database থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে Grading করে তালিকা প্রস্তুত হয়। এই তালিকা হতে জেলা কোটা অনুযায়ী পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ করা হয়। পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগণ নিয়োগপত্র Online এ পেয়ে থাকেন এবং SMS Notification পান। প্রধান পরীক্ষকের অধীনে যে সকল পরীক্ষককে বোর্ড থেকে মনোনয়ন দেয়া হয় তাঁর তালিকা অনলাইনে প্রকাশ করা হয়। প্রধান পরীক্ষকগণের অধীনস্ত পরীক্ষকের বিল ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের রিপোর্ট অনলাইনে প্রেরণ করে থাকেন।পরীক্ষকওপ্রধানপরীক্ষকগণেরপারিশ্রমিক Mobile Banking System থেকেপ্রেরণ করা হয়।

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

- শিক্ষকগণ ঘরে বসে এসএমএস ও অনলাইনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ পত্র পেয়ে থাকেন। সুতরাং দক্ষ শিক্ষকের মাধ্যমে উত্তরপত্র মূল্যায়িত হয়।
- অনলাইনে প্রধান পরীক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করেন বিধায় স্বংক্রিয়ভাবে ডাটাপ্রসেস করে স্বল্প সময়ে বিল প্রদান সম্ভব হয়।
- বারবার বোর্ডে আসতে হচ্ছেনা ফলে যাতায়াতের সময় ও খরচ সাশ্রয় হচ্ছে ।
- দুর্নীতি প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে ।

৯. আধুনিক সফটওয়্যারে রেজাল্ট প্রসেসিং সিস্টেম

ভূমিকা

ফলাফল প্রস্তুতির ক্ষেত্রে লক্ষ ডাটা নিয়ে কাজ করতে হয় । যেখানে একজন ফল প্রার্থীর ডাটাও শতভাগ গুরুত্বপূর্ণ। তাই সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সন্নিবেশিত করে যশোর শিক্ষা বোর্ডের পাবলিক পরীক্ষা সমূহের ফলাফল প্রস্তুত করা এই সিস্টেমের মূল উদ্দেশ্য।

চলমান সমস্যা

পুরনো ফক্সপ্রোবেইজড ডাটাবেজে এবং ক্লিপার প্রোগ্রাম দ্বারা সবগুলো বোর্ড ফলাফল প্রস্তুত করছে কিন্তু বর্তমান ৬৪ বিট হাইস্পিড কম্পিউটার চলে আসায় পুরনো সফটওয়ার দ্বারা আর ফলাফল প্রস্তুতির কাজের সিকুয়েন্স ধরে রাখাযাচ্ছে না।

বিদ্যমান পদ্ধতিতে কেন্দ্র থেকে ওএমআর শিট কালেকশন সময় সাপেক্ষ ও ব্যয় বহুল, তাছাড়া অনেক শিট হারিয়ে যায়, নষ্ট হয়।

ওএমআর মেশিন ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত ব্যয় বহুল

সেবার পরিচিতি

কেন্দ্র থেকে অনলাইনে প্রাপ্ত ই-টাইপ, এম-টাইপ ও এইচ-টাইপ ওএমআর শিট এর soft color image কে ডাটাতে রূপান্তর করে অফলাইনে বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী রেজাল্ট প্রসেস সম্পন্ন হবে এবং ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

এতে কাজ সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুচারু হবে। স্বচ্ছ ফলাফল ও জবাবদিহিতামূলক কাজের পরিবেশ তৈরী হবে।

পথিমধ্যে শিট হারিয়ে যাবে না।

এভাবে সেবাকে জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছে যশোর শিক্ষা বোর্ড।

সুবিধাসমূহ

স্বচ্ছ ও দ্রুততার সহিত ফলাফল দেওয়া

নির্ভুলভাবে ফলাফল প্রস্তুত করা

কম সময়ে কম জনবল সম্পৃক্ত করে ফলাফল প্রস্তুত করা

১০. অনলাইনে ওএমআর শিট কালেকশন অ্যান্ড ডাটা এক্সট্রাকটিং সিস্টেম

ভূমিকা

পরীক্ষা গ্রহনের পর সবচেয়ে বড় কর্মযজ্ঞ হচ্ছে ওএমআর শিট সংগ্রহ, হাজিরাপত্র সংগ্রহ করে বোর্ডে প্রেরণ এবং স্ক্যান করা । পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকের অংশ একইভাবে বোর্ডে প্রেরণ এবং স্ক্যান করা । এসকল কাজে সমন্বয় সাধন করে কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পরীক্ষা কেন্দ্র হতে অনলাইনে ওএমআর শিট কালেকশন অ্যান্ড ডাটা এক্সট্রাকটিং সিস্টেম বর্তমানে বাস্তাবায়নাধীন।

সেবার পরিচিতি

ক) কেন্দ্র ও প্রধান পরীক্ষকদের নিকট থেকে OMR শিট (তিন প্রকারের শিট যেমন-ই-টাইপ, এইচ-টাইপ ও এম টাইপ যথাক্রমে টপ পোরসান, মিডেল পোরসান ও অবজেকটিভ) স্ক্যান করে একই সাথে ইমেজ ও এক্সট্রাকটেড ডাটা বোর্ডের সার্ভারে প্রেরণ।

খ) পরীক্ষার রুটিন অনুযায়ী যে দিন যে পরীক্ষা সংগঠিত হবে সেদিন সে পরীক্ষার উপস্থিতি,অনুপস্থিতি, বহিঃষ্কার ইত্যাদি তথ্য সফট্ওয়্যারের নির্ধারিত প্যানেলে ইনপুট করে বিষয়ওয়ারী শিট স্ক্যান শুরু করবেন এবং স্ক্যান শেষ হলে এপিআই এর মাধ্যমে সেন্টার ইনফরমেশন, সফটওয়্যার কর্তৃক ক্রস ম্যাপিং হয়ে বার্তা প্রদর্শন পূর্বক ডাটা প্রেরণ করবেন। এতে শুরু থেকেই সঠিক পরিসংখ্যান বজায় রেখে কাজ করা যাবে।

গ) পরীক্ষার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে OMR Sheet Scan করে পাঠাতে হবে বিধায় পরীক্ষার পর OMR Sheet-এর বৃত্ত পূরণের যে অভিযোগ রয়েছে তা আর থাকবে না।

ঘ) বারবার বোর্ডে আসতে হচ্ছে না ফলে যাতায়াতের সময় ও খরচ সাশ্রয় হবে। ডাকযোগে শিট প্রেরণ ও হাতে হাতে প্রেরণ উভয়টির লাগভ ঘটবে। স্বল্প সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ সম্ভব হবে

বাস্তবায়নের কারণ

- দশটি জেলা থেকে ওএমআর শিট সংগ্রহ করা সময় সাপেক্ষ্য
- ক্ষেত্র বিশেষে ট্রান্সপোর্ট সুবিধা না পাওয়া
- পথিমধ্যে শিট হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা
- ভুল ঠিকানায় শিট চলে যাওয়া
- বিদ্যমান ওএমআর স্ক্যানিং মেশিন ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল
- শিট সংগ্রহজনিত কারণে কাজের ধীরগতি

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

- অনলাইনে ওএমআর শিটের ইমেজ ও ডাটা সংগ্রহ
- পরীক্ষার রুটিন ও বিষয় ভিত্তিক ডাটাসমূহ
- ফলাফল প্রস্তুতির কাজে সময় বেশি পাওয়া
- অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে, কম ভিজিটে এবং কম সময়ে ফলাফল তৈরী

১১. বায়োমেট্রিক এটেনডেন্স সিস্টেম

ভূমিকা

বায়োমেট্রিক মেশিনে নিয়মানুযায়ী আঙ্গুলের ছাপ প্রদানের মাধ্যমে অনলাইনে হাজিরা নিশ্চিত করবে। ফলে শ্রেণি কক্ষে হাজিরা খাতা নিয়ে ৫০/১০০/১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর হাজিরা কল করার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার অবসান ঘটবে। এবং প্রক্সি দেওয়ার প্রবনতা থাকবে না। টেস্ট পরীক্ষার পর ফরম ফিলআপ প্রক্রিয়ার ইহার ব্যবহার ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণিকক্ষ মুখী করবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে যশোর শিক্ষা বোর্ড অনলাইন বায়োমেট্রিক হাজিরা সিস্টেম তৈরীর কাজ প্রক্রিয়াধীন। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ছাত্র-ছাত্রী প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত বায়োমেট্রিক মেশিনে নিয়মানুযায়ী আঙ্গুলের ছাপ প্রদানের মাধ্যমে অনলাইনে হাজিরা নিশ্চিত করবে। বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত উপস্থিত হার নিশ্চিত করলেই ছাত্র-ছাত্রী তাঁর পাবলিক পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য মনোনিত হবে।

অনলাইনে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে এবং যশোর বোর্ডের ওয়েবসাইটে ছাত্র-ছাত্রীরদৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক হাজিরার পরিসংখ্যান প্রদর্শন করা হবে।

উদ্দেশ্য

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীর শতভাগ উপস্থিতি ছাত্র-ছাত্রীর অনলাইন বায়োমেট্রিক হাজিরার মূল উদ্দেশ্য। ছাত্র-ছাত্রীর অনলাইন বায়োমেট্রিক হাজিরা” বাস্তবায়ন হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই বায়োমেট্রিক ডিভাইস এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিষ্ঠানে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে যা তাৎক্ষণিক ভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে। এবং যশোর শিক্ষা বোর্ড ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির এই তথ্য ডাটাবেজে সংরক্ষণ করবে। ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতির তথ্য যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট ও স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করা হবে। যেখান থেকে অভিভাবকেরা তাদের সন্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারবেন। এবং পরবর্তীতে যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর কাম্যসংখ্যক উপস্থিতি থাকবে না তাদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ফরম ফিলাপ লক হয়ে যাবে। অর্থাৎ ফরম ফিলআপ করতে হলে অবশ্যই কাম্যসংখ্যক উপস্থিতি থাকতে হবে। এতে ক্লাসে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার বাড়বে।

পূর্ববর্তী সেবার পদ্ধতি

শ্রেণি কক্ষে শ্রেণি শিক্ষক হাজিরা খাতায় রোল কলের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীর হাজিরা নিশ্চিত করেন।

পূর্ববর্তী সেবার সমস্যাসমূহ

- হাজিরা পরিবর্তনের সুযোগ থাকে
- পারিপার্শ্বিক চাপে হাজিরা পরিবর্তনে বাধ্য হতে হয় প্রতিষ্ঠান প্রধানকে
- প্রয়োজনীয় উপস্থিতি হার না থেকেও পাবলিক পরীক্ষার অংশগ্রহনের অনুমতি দিতে বাধ্য হওয়া
- রোল কল করার সময় পাঠদানের সময় অতিবাহিত হওয়া

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

১। বর্তমানে শিক্ষকগণ শ্রেণি কক্ষে ক্লাস সময়ের মধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীর হাজিরা নিয়ে থাকেন যার ফলে কিছুটা হলেও ক্লাসের সময় নষ্ট হয়।

২। কোন হাজিরা খাতার প্রয়োজন হবে না।

৩। যাদের আশানুরূপ উপস্থিতি থাকবে না তাদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা এবং পাবলিক পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেয়া হবে না। সেজন্য ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে বাধ্য হবে।

৪। যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর আশানুরূপ উপস্থিতি থাকবে না বোর্ড থেকে তাদের পাবলিক পরীক্ষার ফরম পূরণ লক করে দেয়া হবে, যার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানরা স্থানীয় চাপ মুক্ত থাকবেন।

৫। সকল ছাত্র-ছাত্রীর প্রতিদিনের হাজিরা ডাটাবেজ আকারে থাকায় যেকোন ধরণের পরিসংখ্যান বের করা সম্ভব হবে।

৬। এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক ক্লাসের সংখ্যাও জানা যাবে।

৭। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাবে

৮। গুণগত শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাবে

৯। ক্লাস বাদ দিয়ে কোচিং সেন্টারে যাতায়াত, পার্কে ঘোরাফেরা, কিশোর গ্যাং, কিশোর অপরাধে জড়িয়ে পড়া, মাদকাসক্ত হওয়া, ইভিটিজিং এর হাত থেকে দেশের ভবিষ্যত কারিগরদের রক্ষা করা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক বায়োমেট্রিক ডিভাইস, একটি কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে।

২। হাজিরা গ্রহণের সময় ইলেকট্রিসিটি থাকতে হবে এবং উপরে উল্লেখিত ডিভাইসসমূহ সচল থাকতে হবে।

১২. পুরাতন ডকুমেন্ট ডিজিটালাইজ করে আর্কাইভ করা

ভূমিকা

ডকুমেন্ট শাখার সকল রেকর্ড প্রচলিত পেপারবেইজড অফিসিয়াল রেকর্ডেকে ইমেজে রূপান্তরকরণ।ডিজিটাল ডকুমেন্টই বোর্ডের অফিসিয়াল ডকুমেন্ট/ রেকর্ড হিসেবে গণ্য হবে। বালাম বই, রেকর্ড বুক ইত্যাদি পেপারবেইজড ডকুমেন্টকে আর সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হবে না। স্বল্পসংখ্যক দক্ষ জনবল দিয়ে এই শাখার বিশাল ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষন করা সম্ভব। এককথায় বোর্ড আগে ছাত্র-ছাত্রীদের ডকুমেন্ট যেভাবে সংরক্ষণ করে তার উপর সংশোধনের কাজ করতো এবং সংরক্ষণ রাখতো বর্তমানে তদস্থলে ডিজিটাল ইমেজ আকারে উক্ত ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করবে এবং সংশোধনির সময় ডিজিটাল ইমেজকে ডাউনলোড করে নির্ধারিত সংশোধনী সহ পুনরায় স্ক্যান করে পুর্বের পিডিএফ এর সহিত সর্বশেষ সংশোধনীর ইমেজ যোগ হয়ে আপডেট ইমেজটি সংরক্ষিত থাকবে।

পূর্ববর্তী সংরক্ষণ পদ্ধতি

হার্ড কপিতে প্রিন্ট করা, হাতে লেখা, টাইপ করা বিভিন্ন সাইজের বই আকারে বাঁধাই করে রেকর্ডরুমে সংরক্ষন করা।

পূর্ববর্তী সংরক্ষণ সমস্যাসমূহ

- যে কোনো সময়ে রেকর্ড বিনস্ট হতে পারে
- পরীক্ষার্থীর তথ্য খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া জটিল
- তথ্য পরিবর্তনের/সংশোধনের সুযোগ থাকে
- তথ্য সংরক্ষণের ব্যয় বেশী
- তথ্যের নিরাপত্তা/গোপনীয়তা প্রক্রিয়া দূর্বল

সেবার পরিচিতি

যশোর শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর অর্থাৎ ১৯৬৩ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের/ছাত্রছাত্রীদের ডকুমেন্ট (রেজিস্ট্রেশন, ফরম ফিলআপ, টেবুলেশন শিট ইত্যাদি সকল ডকুমেন্ট হার্ড কপি জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে। গুরুত্বপূর্ণ এসকল ডাটা আধুনিক পদ্ধতিতে ডিজিটালাইজ করে সংরক্ষণ করার জন্য সফট ওয়ার করা হবে। প্রমাণের লক্ষ্যে বর্তমান প্রত্যেক ডাটার স্ক্যান কপি ইমেজ আকারে সফটওয়ারে সংরক্ষণের সুযোগ থাকবে। ডাটা ব্যবহারের সুবিধার্থে পরীক্ষার্থীর ডাটা ওয়ার্ড ফরমেটে বিশেষ প্যানেলে মাধ্যমে আপলোডের সুযোগ থাকবে।

পরীক্ষার্থীর ডাটার সত্যতা নিশ্চিত করা লক্ষ্যে কয়েক স্তরের প্যানেল থাকবে। বোর্ডের কর্মকর্তাগণ প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর ডাটা যাচাই করেই ফাইনাল সাবমিটের মাধ্যমে বোর্ডের সার্ভারে আপলোডের ব্যবস্থা থাকবে। স্বল্প সময়ের মধ্যে সার্চিং-এর মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর ডুপ্লিকেট ডকুমেন্ট দেওয়া সম্ভব হবে। বিভিন্ন সালের নিবন্ধন, প্রবেশপত্র, টেবুলেশন, টেবুলেশনশিট-গুলোকে ডিজিটাল ফরম্যাটে নির্দিষ্ট আইডি দ্বারা দ্রুত খুঁজে বের করা যাবে।

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

- তথ্য ব্যবহারের সুবিধা
- পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন/গবেষেণা সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে
- ডাটা নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ সুবিধা
- অনলাইনে তথ্যপ্রাপ্তি
- সহজে সেবা প্রদান

ডিজিটালাইজেশনের উদ্দেশ্য

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রম রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে যশোর বোর্ডকে প্রথম ডিজিটাল বোর্ড পাইলট প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করায় বোর্ড তার সকল কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনতে চায়। যা উক্ত ডিজিটালাইজেশনের অভাবে শতভাগ সাফল্য আনতে বাঁধা প্রদান করছে।তাছাড়াস্বল্প সময়ে স্বল্প খরচে স্বল্প ভিজিটে একজন সেবা গ্রহিতাকে সেবা প্রদান করাই এই প্রজেক্টের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ডিজিটালাইজেশনের অভাব জনিত সমস্যার বিবরণ

বোর্ডের প্রমাণপত্র/ডকুমেন্ট শাখার মাধ্যমে হারানো সনদ/মার্কশিট/রেজিস্ট্রেশন কার্ড/প্রবেশপত্র উত্তোলন ইত্যাদি কাজে প্রতিনিয়ত বোর্ডে আগত সেবাগ্রহিতাগণকে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেবাটি পেতে হয়। বোর্ডের জনবল স্বল্পতার কারণ, রেকর্ডবুক হতে তথ্য উৎঘাটনে বিলম্ব, বাংলায়/ইংরেজি সংমিশ্রণে সংরক্ষিত তথ্য রেকর্ডবুক হতে বের করে ডকুমেন্ট সংশোধন অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্যব্যাপার। উপরন্তু বছরের পর বছর ধরে এভাবে ডকুমেন্ট সংরক্ষণ ধুলা বালি, পোঁকার আক্রমণ, আগুন লাগার আশংকা ইত্যাদি দৈবিক কারণে মূল্যবান ডকুমেন্ট ছিড়ে যাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকাও রয়েছে। নতুন পুরাতন চাকুরীজীবি, বিদেশগমনেচ্ছু, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার আবেদনকারী তাদের মূল্যবান সময় ও অর্থ ব্যয় করে বার বার বোর্ডে এসে সেবাটি পেতে দারুন বেগ পেতে হয়।

বর্তমানে একটি আবেদন নিষ্পন্ন করতে বিভিন্নধাপে প্রার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং বোর্ডে স্বশরীরে আসতে হয়। অত:পর প্রমাণ পত্র শাখা-ডকুমেন্ট শাখা-রেকর্ড সাপ্লাইয়ার-কম্পিউটার কেন্দ্র-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর মিলিত প্রচেষ্টায় প্রার্থীকে কাজটি সমাধা করতেহয় এতে প্রচুর সময়, অর্থ ব্যয় ও ভিজিটকরতে হয়।

সমস্যার প্রভাব

সেবা গ্রহিতাকে যথা সময়ে সেবাটি দিতে না পারার দরূন তাঁর সুযোগ হাত ছাড়া হওয়ার আশংকা থাকে, দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো, সময় ক্ষেপন, তদবির, হয়রানিসহইত্যাদি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তাছাড়া বোর্ডের জনবল স্বল্পতা বিভিন্ন দপ্তরে দৌঁড়াদৌঁড়ী ইত্যাদিকারণে দ্রুত সেবা দিতে না পারা; পাশাপাশি ১৯৯৫ সাল হতে পাসকৃত আবেদনকারীদের আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইন ভিত্তিক হওয়ায় ও কম্পিউটার কেন্দ্রের ডিজিটাল আর্কাইভ হতে ডাটা সহজে এডিট, আপডেট, প্রিন্ট করতে পারায় তাদেরকে দ্রুত সেবাটি দিতে পারায় এবং ১৯৯৫ সাল পূর্ববর্তী পাসকৃতদের ম্যানুয়ালি সেবা প্রদান করতে হয় বিধায় একই শাখায় দ্বৈত সেবার প্রচলন চালু রয়েছে। কেউ দ্রুত পাচ্ছে কাউকে দুত সেবাটি পদ্ধতিগত কারণে দ্রুত দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। উভয় শ্রেণির আগন্তুক প্রার্থীকে

সমানভাবে সেবা প্রদান করতে না পারায় বোর্ড তার সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারছেনা এবং শতভাগ ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় আসতে পারছেনা। এককথায়বোর্ড কর্তৃপক্ষ জনগণের দোগোড়ায় সেবাটি দ্রুত পৌঁছে দিতে পারছেনা।

সেবার পরিচিতি

প্রথম ধাপ: ১৯৯৫ সাল হতে অদ্যাবধি পাসকৃত ডকুমেন্ট ডিজিটালাইজেশন করা হলে ফলাফল ডাটাবেইজের 'অরিজিনাল রেকর্ড' কলাম এ থাকা প্রথম পিডিএফ ইমেজটির জায়গায় সংশোধিত/পরিবর্তিত ইমেজটি যুক্ত হবে তবে পূর্বেরটিও থাকবে। অর্থাৎ হার্ড কপি পেপারবেইজড অফিসিয়াল রেকর্ড এর পরিবর্তে ডিজিটাল চিত্র রেকর্ড আকারে অফিসিয়াল ডকুমেন্ট ডাটা সার্ভারে স্টোর করা থাকবে।

দ্বিতীয় ধাপ: ১৯৯৫ সাল পূর্ববর্তী পাসকৃতদের রেকর্ড স্ক্যানিং এর মাধ্যমে ইমেজ আকারে রূপান্তরিত করে ফলাফল ডাটাবেজের Original Record' কলাম এ যুক্ত করতে হবে।

জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধন ডাটা, প্রবেশপত্র, সনদ, মার্কশিট ইত্যাদির *টেবুলেশন শিট প্রিন্টআউট* যা হোয়াইট কপি/সাদা কপি/বোর্ডের অফিসিয়াল রেকর্ড ইত্যাদি নামে বহুল পরিচিত সেগুলো আলাদা আলাদা স্ক্যান করে একত্রে সন্নিবেশিত করে একটি ইমেজে রূপান্তরিত করে প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য অফিসিয়াল আর্কাইভ রেকর্ড নামে সংরক্ষণ করা হবে। এটি ছাত্রের ফলাফল ডাটাবেজের নির্ধারিত কলামে লিংক থাকবে। এক্ষেত্রে, কোন ভেরিফিকেশন অথবা সংশোধনের প্রয়োজন আসলে ওয়েব সাইটে নির্ধারিত ফরমে ছাত্রের রোল নং, রেজি. নং, পরীক্ষার নাম, সাল ইত্যাদি নির্বাচন করে সাবমিট বাটনে প্রেস করলে ছাত্রের যাবতীয় সকল তথ্য প্রদর্শন করবে। ছাত্র কী সংশোধন করতে চায় সেটি নির্ধারিত ঘরে উল্লেখ করে সাবমিট বাটনে ক্লিক করবে। এসময় সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্মকর্তা নির্দিষ্ট আইডি ও পাসওয়ার্ড ধারী আগে ছাত্রের ডাটাবেজের এডিট বাটনে ক্লিক করে এডিট ও আপডেট বাটনে ক্লিক করে আপডেট করবে। স্বাক্ষরের ঘরে ঐ কর্মকর্তার ডিজিটাল স্বাক্ষর বসে যাবে। ফলাফল ডাটাবেজটি আপডেট করার পর অনুরূপ তথ্য স্ক্যান ইমেজ রেকর্ড অর্থাৎ পিডিএফ ফাইলকেও সংশোধন করতে হবে। এর জন্য সংশোধিত ডকুমেন্টের একটি ইমেজ পূর্বের স্ক্যান ইমেজের সহিত যুক্ত করে দিতে হবে। এ পদ্ধতির কারণে যেহেতু, পেপার বেইজড অফিসিয়াল ডকুমেন্ট এখন আর নেই তাই বোর্ড ডিজিটাল ইমেজকে তার অফিস কপি/ডকুমেন্ট/রেকর্ড মনে করে সংরক্ষণ করবে।

ডিজিটালাইজেশনের সুবিধাসমূহ

রেকর্ড সংশোধনের আবেদনকারী ঘরে বসেই অনলাইনে আবেদন সাবমিট করতে পারবে। আবেদন করার সময় রূপান্তরিত ডিজিটাল আর্কাইভ হতে তার তথ্য/ডাটা মূহুত্বেই অনলাইন ফরমে চলে আসবে। আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি অটো আইডি জেনারেট হবে আবেদনটি ই-ফাইলিং নিষ্পত্তির জন্য দেয়া হবে।

- এই প্রক্রিয়ায়সেবাটি পেতে মাত্র ১-২ দিনসময় লাগবে।
- এতে কাজের পরিধি কমবে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের ভোগান্তি কমবে।
- আর্কাইভ ডাটাবেজে সংশোধন আনয়নকারীসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর ডিজিটাল ইমেজ আকারে 'স্বাক্ষর' কলামে অটোমেটিক চলে আসবে,
- কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।
- একটি কাজের জন্য বহু সংখ্যক জনবলের সংশ্লিষ্টতা দূর হবে।

এক কথায় বোর্ডের সকল ডকুমেন্টস্ আর্কাইভ আঁকারে বোর্ডেরফলাফল ডাটাবেজেসংরক্ষিত থাকবে।পাসকৃত ছাত্র-ছাত্রীর ডকুমেন্ট এর বিপরীতে তার সকল টেবুলেশন শিটের ছবি পিডিএফ আঁকারে তার জন্য নির্ধারিত ডাটাবেজ অংশে পাওয়া যাবে।যতবার ছাত্র সংশোধন করবে ততবার সেই টেবুলেশন ইমেজটি অরিজিনাল ইমেজ রেকর্ডের শেষে যুক্ত হবে এবং আপডেটহয়ে সংরক্ষিত থাকবে।

চ্যালেঞ্জ

প্রতিবছর নতুন নতুন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ডাটাবেজ যুক্ত হবে। স্ক্যানিং এর কাজটি ফিবছর করতে হবে। ফলাফল প্রকাশের পর পর অফিসিয়াল ডকুমেন্ট/টেবুলেশন শিট স্ক্যানিং করে ডাটাবেজে সংরক্ষণ রাখা একটি রুটিং ওয়ার্কে পরিণত হবে।

ব্যয়

একজন ছাত্রের এসএসসি ও এইচ এসসির জন্য ২টি রেজি. নং ২টি এডমিট, ২টি মার্কশিট ও ২টি সনদ মোট ৮টি ডকুমেন্টের বিশেষকরে টেবুলেশনের ইমেজ কম্বাইন্ডলি ১টি পিডিএফ ফাইল আকারে ডাটাবেজে সন্নিবেশিত থাকবে। একজন ছাত্রকে বেইজ ধরে সমগ্র অটোমেশনে রূপান্তরের খরচ নির্ণয় করা যেতে পারে।

ইনোভেশনের ঝুঁকি

অনলাইন নির্ভর হওয়ায় হ্যাকিং কিংবা সাইবার এ্যাটাকের ঝুঁকি। সমগ্র ডাটার একাধিক ব্যাকআপ রাখা অত্যন্ত ব্যায়বহুল। একজন ডাটাবেজ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর সার্বক্ষণিক তত্বাবধানে ডাটার নিরাপত্তা বিধান করা। ডাটা নিজস্ব সার্ভারে সংরক্ষণ রাখা ইত্যাদি।

১৩. অনলাইনে ডকুমেন্ট উত্তোলন

ভূমিকা

ডকুমেন্ট হারিয়ে গেলে বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে পুনরায় ডকুমেন্ট উত্তোলন করতে বোর্ডে সেবাটি গ্রহণ করতে আসতে হয়। ডকুমেন্টটি ঘরে বসেই আবেদন দাখিল পূর্বক আবেদনের আইডি দ্বারা ডকুমেন্ট সার্চ করে আবেদনকারী ডকুমেন্টটি উত্তোলন করতে পারবে।

সেবার পরিচিতি

হারিয়ে যাওয়া ডকুমেন্ট অনলাইনে উত্তোলনের জন্য অনলাইনে আবেদনের প্যানেল করা হয়েছে। স্টুডেন্ট অনলাইনে আবেদন ও ফিস জমা প্রদান করে থাকেন। এবং এ সিস্টেম থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে ডকুমেন্ট উত্তোলনের কাজটি নিষ্পন্ন করে আবেদনকারী মোবাইলে এসএমএস নোটিফিকেশন পেয়ে থাকেন।

বাস্তবায়নের কারণ

একবার থানায় জিডি, পেপারে বিজ্ঞপ্তি, বোর্ডে এসে ফরম উত্তোলন, প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে গমন, পুনরায় বোর্ডে এসে ফরম জমাদান, আবার দ্রুত কাজটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তদবির অথবা যশোরে হোটেলে রাত্রি যাপন ইত্যাদি হয়রানি প্রতিরোধে।

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

- স্বশরীরে বোর্ডে আসতে হয় না
- ঘরে বসে ডাক যোগে অথবা গ্রাহক মারফত হাতে হাতে ডকুমেন্ট উত্তোলন করতে পারছে। এতে তাঁর সময় সাশ্রয়, ভিজিট কম ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে

১৪. পরীক্ষা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

ভূমিকা

পাবলিক পরীক্ষাগ্রহণ একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে প্রশাসনের একটি বিশাল অংশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠান প্রধান একটি শক্তিশালী পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি গঠন করে থাকে কিন্তু এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করার লক্ষ্যে পরীক্ষা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনাকে অনলাইন কার্যক্রম এর আওতায় এনে সেবাটিকে অধিকতর সহজীকরণ করা হয়েছে।

সেবার পরিচিতি

১. প্রত্যেক পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য স্বতন্ত্র প্যানেল থাকবে। মোবাইলে প্রাপ্ত ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড এর মাধ্যমে লগইন করতে পারবেন কেন্দ্র সচিব। প্যানেলে পরীক্ষাভিত্তিক পরীক্ষার্থীর তালিকা প্রদর্শিত হবে। ইআইআইএন/সেশন/বিভাগ/বিষয়/রোল ইত্যাদি তথ্যের ভিত্তিতে সার্চ দিয়ে কাজের সুযোগ পাবেন।

২. কক্ষ নম্বর, কক্ষে বেঞ্চের সংখ্যাসহ প্রয়োজনীয় তথ্য কেন্দ্র সচিব প্রতি পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আপলোডের প্যানেল থাকবে। বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তৈরি পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বরসহ কক্ষভিত্তিক আসন বিন্যাস, স্বতন্ত্র সিট প্লান, একনজরে পরিসংখ্যানসহ কেন্দ্র সচিবের প্যানেলে প্রদর্শিত হবে। সকল ডাটা প্রিন্ট করার সুযোগ থাকবে।

৩. কেন্দ্রের আওতাধীন সকল শিক্ষকের তালিকা ছবিসহ প্রদর্শিত হবে কেন্দ্র সচিবের প্যানেলে। পরীক্ষার রুটিনে বর্ণিত তারিখের যে বিষয়ে পরীক্ষা সে বিষয়ের শিক্ষক বাদে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে কক্ষ-ওয়াইজ ইনভিজিলেটরগণ মোবাইলে নিয়োগপত্রের মেসেজ পাবেন। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দিন পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণ পূর্বে কোন কক্ষে কে কে দায়িত্ব পালন করবেন সে তথ্য পেয়ে যাবেন । কেন্দ্র সচিব তালিকা পাবেন।

৪. কেন্দ্র/কক্ষ/বিষয়/বিভাগ ওয়াইজ পরীক্ষার্থীর হাজিরা দেবার সুযোগ থাকবে। সকল পরীক্ষার্থীর উপস্থিতি/অনুপস্থিতি ডায়নামিক অপশন থাকবে। পরীক্ষার্থীর উপস্থিতি/অনুপস্থিতির পরিসংখ্যান কেন্দ্র/উপজেলা/থানা/জেলা ও বোর্ড ওয়াইজ প্রদর্শিত হবে।

বাস্তবায়নের কারণ

পুরো প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল, বহু লোকের সংশ্লিষ্টতা, বহু টাকার ব্যয়

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

সময় সাশ্রয়, ভিজিট কম ও অর্থ শাশ্রয়, কম জনবলের সংশ্লিষ্টতা

১৫. যশোর শিক্ষা বোর্ড অ্যাপস্

ভূমিকা

ডিজিটাল ডিভাইস এখন সবার হাতে হাতে, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ হওয়ায় এবং ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে যাওয়ায় যশোর শিক্ষা বোর্ডের অনলাইন সেবা সমূহকে সেবা গ্রহিতাদের হাতের মুঠোয় এনে দিতে যশোর শিক্ষা বোর্ডের সময় উপযোগী উদ্যোগ যশোর শিক্ষা বোর্ড্ অ্যাপস্।

সেবার পরিচিতি

যে কোন স্মার্ট ফোন থেকে খুব সহজে ডাউনলোড করে যশোর বোর্ড অ্যাপস্টি ব্যাবহার করা যায় । যশোর শিক্ষা বোর্ডের সবগুলো সেবাকে এ অ্যাপস্ এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত করা হয়েছে ।

বাস্তবায়নের কারণ

সেবাসমূহকে আরো বেশি সহজতরভাবে উপস্থাপন করার জন্য

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

- অপ্রয়োজনীয় ভিজিট রোধ
- পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ
- ঘরে বসে যশোর বোর্ডের সেবাসমূহ অনলাইনে প্রাপ্তি

১৬. মুজিব শতবর্ষ স্মরণে ‘জয়বাংলা উদ্যান’

বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী স্মরণে যশোর শিক্ষাবোর্ডের সম্মুখস্থ বিশাল জায়গা বেদখলকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে “**জয়বাংলা উদ্যান**” নামে একটি স্থায়ী ফুলের বাগান তৈরী করা হয়েছে।

পূর্বের অবস্থা

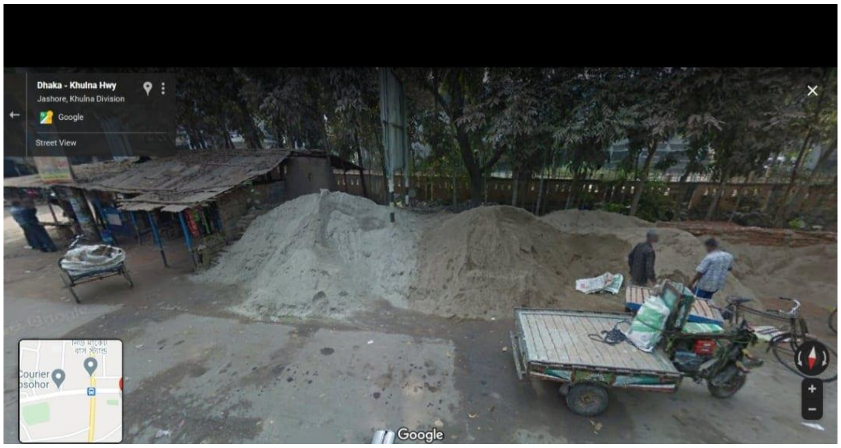

অবৈধ দখলদারদের দখলে থাকা বর্তমান জয় বাংলা উদ্যানের পূর্বাবস্থা

বর্তমান অবস্থা

সম্প্রতি যশোর সদর-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব কাজী নাবিল আহমেদ উক্ত জয় বাংলা উদ্যান পরিদর্শন করেন।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বোর্ড প্রাচীর সংলগ্ন দীর্ঘ দিনের অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হয় এবং আবর্জনা অপসারণ করে একটি নয়নাভিরাম উদ্যান তৈরি করা হয়েছে যার নামকরণ করা হয়েছে জয় বাংলা উদ্যান। সম্প্রতি যশোর সদর-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব কাজী নাবিল আহমেদ উক্ত জয় বাংলা উদ্যান পরিদর্শন করেন।

ই-জিপি বাস্তবায়ন

ই-জিপি'র মাধ্যমে টেন্ডার কার্যক্রম পরিচালনা, ই-ফাইলিং কার্যক্রম নিশ্চিত করে সেবাসমূহ আরো স্বচ্ছ ও দ্রুততর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ই-নথি বাস্তবায়ন

সরকার সরকারি কার্যক্রমের গতি আনয়নের লক্ষ্যে ই-নথি ব্যবস্থাপনা চালু করেছে। এটি একটি অনলাইন ব্যবস্থাপনা এ ব্যবস্থায় অনলাইনে ডাক গ্রহণ ও প্রেরণ করা হয়। এতে স্বাক্ষর করার প্রয়োজন হয় না। এসএমএস এর মাধ্যমে ফাইলের অবস্থা নির্ণয় করা যায়। ফাইল নিষ্পন্ন হলে গ্রাহক বা সেবা গ্রহিতার কাছে মোবাইলে এসএমএস যাবে। সরকারের এই মহান উদ্যোগের সহিত যশোর শিক্ষা বোর্ড সম্পৃক্ত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন

- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে বোর্ড ক্যাম্পাসে বঙ্গাবন্ধুর ম্যূরাল স্থাপন করার কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গাবন্ধুর ভাষ্করয/ম্যূরাল স্থাপনে উৎসাহিত করা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গাবন্ধুর উপরে লেখা বইক্রয়ের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গাবন্ধু কর্ণার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি

- কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, ইন্টারনেট ব্যবস্থা, ট্যাব, ল্যাপটপ ইত্যাদি ডিজিটাল ডিভাইস কর্মকর্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত অবকাঠামো, অফিস কক্ষ সুসজ্জিতকরণ ও আধুনিক ও রুচিসম্মত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা হবে
- নিয়মিত অফিস প্রাঙ্গান ও অফিসকক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ বজায় আছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন মোটিভেশনাল কাজ ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।
- *দক্ষ,* সৎ ও পরিশ্রমী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা ও প্রেষণার ব্যবস্থা করা হবে
- কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-ফাইলিং, ই-জিপি ও ই-গভর্ন্যান্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- করোনা কালিন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ করা হয়েছে, ফলে সবাই সুস্থ্য আছেন এবং পূর্ণক্ষমতা নিয়ে কাজ করছেন। বহিরাগত সেবা গ্রহিতাগণকে নো মাস্ক নো এন্ট্রি নির্দেশনা পালন করা হচ্ছে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকল বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন

- সৎ, দক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন সৃষ্টির লক্ষ্যে পদোন্নতির মাপকাঠি হিসেবে সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়নতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং জনগণ ও সংবিধানের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য বিবেচনায় রাখা হচ্ছে।
- প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায় পরায়নতা এবং সেবা পরায়নতা নিশ্চিত করা হয়েছে, যা অব্যাহত থাকবে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘ সূত্রিতা, সজনপ্রীতি ও দুর্নীতিসহ সকল প্রকার জটিলতা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যা অব্যাহত থাকবে।
- নিয়মানুবর্তী এবং জনগণের সেবক হিসেবে প্রশাসনকে গড়ে তোলার কাজ অগ্রসর করে নেওয়া হবে।
- ই-জিপি'র মাধ্যমে টেন্ডারকার্যক্রম পরিচালনা, ই-ফাইলিং কার্যক্রম নিশ্চিত করে সেবাসমূহ আরো স্বচ্ছ ও দ্রুততর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যা অব্যাহত থাকবে।
- কাজের স্বচ্ছতা, অভিযোগ ও পরামর্শের লক্ষ্যে বোর্ড অভ্যন্তরে অভিযোগ বক্স এবং ই- অভিযোগ কেন্দ্র চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ

- দুর্নীতি প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করা হয়েছে।
- ঘুষ লেনদেন ও অন্যান্য অসদুপায় প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- দুর্নীতি রোধে বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ শাখা ও স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ও ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডকে সাপোর্ট

এটি অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে, যশোর শিক্ষা বোর্ড ঢাকা ও ময়মনসিংহ বোর্ডকে অনলাইন সাপোর্ট দিয়ে আসছে। যশোর শিক্ষা বোর্ড ঢাকা বোর্ডকে সকল অনলাইন কার্যক্রমে সহযোগিতা করছে। এবং নবগঠিত ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডকে ফলাফল প্রস্তুতির কাজে, কলেজ ও বিদ্যালয় শাখা শতভাগ অনলাইনের রূপান্তর করতে ইত্যাদি কাজে সফলভাবে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

করোনা মহামারি চলাকালিন সময়ে বোর্ডের উদ্যোগসমূহ

১. বাৎসরিক ইফতার মাহফিল, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বাজেট, বৈশাখী ভাতা ইত্যাদি গ্রহণ না করে দুঃস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

২. কোভিড ১৯ রোগীদের চিকিৎসার সহায়তার জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে ৮ লাখ টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৩. সকল কর্মচারীর একদিনের বেতন কর্তনপূর্বক রাষ্ট্রীয় ত্রাণ তহবিলে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৪ মহামারির দরূন খাদ্য সংকট এড়ানোর জন্য মোকাবেলার চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে ধান কাটা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৮টি জেলা একশত বিঘার অধিক জমির ধান কেটে কৃষকের বাড়ীতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

৫. সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ করা হয়।

৬. ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব রোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

৭. এসএসসি পরীক্ষা ২০২০ এর ফলাফল পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৮. এসএসসি পরীক্ষা ২০২০ এর ফলাফল পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর আহ্বায়ক করা হয়েছে সরকারি এমএম কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শেখ কাউসার